ঝিনাইদহে নকল এ্যজমা ও গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ জব্দ

ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর মাস্টার পাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ নকল এ্যজমা ও গ্যাসের ঔষধ জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সেসময় এই ঔষধ মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে বাড়ির মালিক গোলাম নবীকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই শহরের আরাপপুর মাস্টারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে নকল ঔষধ মজুদ করে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগ আসে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাতে গোলাম নবী’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

সেসময় ছাদে ওঠার সিড়ির নিচে কয়েকটি কার্টুনে রাখা নকল এ্যজমার ঔষধ মন্টেয়ার-১০ ট্যাবলেট ৫৯১ টি, গ্যাসের ঔষধ সেকলো ও প্যান্টোনিক্স ক্যাপসুল ৪৩৩ টি এবং বেশ কিছু মোনাস-১০ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে নকল ঔষধ বিক্রি ও মজুদ রাখার দায়ে বাড়ির মালিক গোলাম নবী’কে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অভিযানের নের্তৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেহান হাসান, বিসিডিএস জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল করিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান সহ পুলিশ সদস্যরা।

কালীগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান নিলেন কোটিপতি ২ ব্যবসায়ী!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কোটিপতি দুই ব্যবসায়ী নিয়েছেন করোনাকালীন সরকারি প্রণোদনার ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি করে চাল। গত ৪ জুলাই কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত অডিটোরিয়ামে তারা এ অনুদান গ্রহণ করেন। সরকারি অনুদান নেওয়া দুই ব্যবসায়ী হলেন- শহরের কাঁচামাল হাট এলাকার রাজ এন্টারপ্রাইজের মালিক রাজু দাস ও থানাপাড়া পূজামণ্ডপ এলাকার নিলয় জুয়েলার্সের মালিক খোকন সরকার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের সরকারি প্রণোদনা প্রদানের জন্য তালিকা চাওয়া হয়। যাত্রাশিল্পীদের এ নাম প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি এসএম আসাদুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার।

এরপর গত ৪ জুলাই কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে নগদ ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি চাল প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল আল মাসুমসহ অন্যরা।

এ সময় ব্যবসায়ী রাজু দাস ও যাত্রাশিল্প পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার এই প্রণোদনার টাকা ও চাল সংগ্রহ করেছেন। এদিকে কোটিপতি দুই ব্যবসায়ী সরকারি প্রণোদনার টাকা নেওয়ায় শহরজুড়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রণোদনা পাওয়া রাজু দাসের রাজ এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি জি গ্যাস কোম্পানির ডিলার, ভিশন গ্যাস চুলার ডিলার, দুইটি পিকআপ গাড়ি, সরকারি অনুমোদিত সার কীটনাশক বিক্রির ডিলার, মোবাইল বিক্রির ব্যবসা এবং বড় দুইটি গোডাউন রয়েছে। যে গোডাউনে সার্বক্ষণিক ৩ থেকে ৪ হাজার গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ থাকে।

অপরজন খোকন সরকার তিনি স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তার একটি নিলয় জুয়েলার্স নামে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শহরের থানাপাড়া এলাকায় বসবাস করেন। এছাড়াও তিনি যাত্রাশিল্প

উন্নয়ন পরিষদের কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। সরকারি

প্রণোদনা পাওয়া ব্যবসায়ী রাজু দাস সরকারি প্রণোদনার টাকা ও চাল পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তার নাম দিয়েছেন। তার যাত্রাশিল্প সমিতির কার্ডও আছে। অডিটোরিয়ামে গিয়ে নগদ ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি চাল নিয়েছি। এরপর বাইরে এসে গরিবদের দিয়ে দিয়েছি।

কালীগঞ্জ উপজেলা যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার করোনার প্রণোদনার টাকা ও চাল নেওয়ার কথা স্বীকার করে জানান, করোনাকালে কোথাও কোনো প্রোগ্রাম হয় না। আমরা এ সময়ে খুব কষ্টে আছি। এজন্য সরকার থেকে দেওয়া প্রণোদনার সহায়তা নিয়ে তিনি অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছেন।

কালীগঞ্জ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি এসএম আসাদুজ্জামানের মোবাইলে কয়েকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল-আল-মাসুম জানান, এ প্রণোদনা জিআর থেকে প্রদান করা হয়েছে। ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা বুধবার চার্জ হস্তান্তর করেছেন। নতুন ইউএনও যোগদান করেছেন। এর বেশি আর কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

কালীগঞ্জের নতুন ইউএনও সাদিয়া জেরিন

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে সাদিয়া জেরিন যোগদান করেছেন। তিনি কুষ্টিয়া ডিসি অফিসের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিএসের ৩৩ তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা।

বুধবার দুপুরে বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রানী সাহার কাছ থেকে সাদিয়া জেরিন দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন। কালীগঞ্জের বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা পদায়ন পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে রাজবাড়ী

জেলায় যোগদান করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূপালী সরকার।

শৈলকুপায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্য, থানা পুলিশ ও আনসার ব্যাটেলিয়নের সদস্যদের সাথে নিয়ে শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।বুধবার উপজেলার পৌর এলাকার বিভিন্ন দোকান ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। শৈলকুপা উপজেলার জনসাধারন যখন কোনো ভাবেই কঠোর লকডাউন মানছে না। তখন শৈলকুপার বিভিন্ন বাজার কাঁপিয়ে গেলেন এডিসি সেলিম রেজা।
এসময় মোট ১২ টি মামলায় ৭২০০/- টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয় এবং তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ আদায় করা হয়। শৈলকুপা বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের ওলি-গলিতে লকডাউন অমান্য করে গোপনে ইলেক্ট্রিক, স্যানেটারী, কাপড় ও জুতার দোকানসহ বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করায় ৪ ব্যক্তিকে ২ ও ৫ দিনের জেল এবং ৮ ব্যক্তিকে ৭ হাজার ২শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
জেল প্রদানের খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবৈধ দোকান-পাট বন্দ হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারনের মাঝে। এডিসি সেলিম রেজা জানান , জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। লকডাউনে জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধিনিষেধ প্রতিপালন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করণ ও মাস্ক পরিধান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ দন্ডবিধি ও সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
পরে শৈলকুপা সরকারী কলেজ মাঠে চার শতাধীক দুস্থদের মাঝে

প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল ও নগদ ২০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল। করোনাকালীন সময়ে তিনি ৮টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন।বুধবার বেলা ১২ টায় তার ছোট ভাই বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ পরিচালক ও আবাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদ আল মামুন এর কাছে অক্সিজেন এই সিলিন্ডার হস্থান্তর করেন। ডাঃ রাশেদ আল মামুন বলেন,এই করোনা মহামারীর সময় সমাজের বিত্তবানরা এভাবে এগিয়ে আসলে করোনা রোগীরা ভাল সেবা পেত জীবন বাঁচবে অনেক মুমূর্ষ রোগীর তাই সমাজের সকল বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান এই কঠিন সময়ে শৈলকুপার মানুষের পাশে দাড়িয়ে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার ,নার্স ও ষ্টাফ ও প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কোভিড ভয়াবহ ঊর্দ্ধগতি , বাড়ছে মৃত্যু !

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় মহামারী করোনায় দিন দিন বেড়েই চলেছে শনাক্তের হার। সেই সাথে বাড়ছে মৃত্যু। প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। দীর্ঘ হচ্ছে

মুত্যুর মিছিল। সীমান্তবর্তী এই উপজেলায় কোন প্রকারেই থামানো যাচ্ছে না করোনায় মুত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র মতে গত জুন মাসে ৪’শ ৩৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ১’শ ৩২ জন রোগী করোনা শনাক্ত (পজিটিভ) হয়। আক্রান্তের হার ৩০ দশমিক ২ ভাগ। সূত্র মতে জুন ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৪ জন করোনা পজিটিভ নিয়ে মৃত্যু হয়। গত এক সপ্তাহে উপজেলায় ৩’শ ৩৪ জন ব্যাক্তির শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ১’শ ১৩ জন ব্যাক্তির করোনা পজিটিভ হয়। আক্রান্তের হার ৩৩ দশমিক ৮ ভাগ। এছাড়াও উপজেলার পৌর শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটা ঘরে করোনার উপসর্গ নিয়ে মানুষ বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে প্রতিদিনই হচ্ছে মুত্যু। ফলে করোনা আতঙ্কের জনপদ হয়ে উঠেছে ঝিনাইদহের কোটচঁদপুর উপজেলা। হাসপাতালে করোনা রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে চিকিসক ও নার্স সহ হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। রোগীর সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, পরিস্থিতি এতটায় ভয়াবহ যে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে এরই মধ্যে ১ জন চিকিৎসক, ৩জন নার্স, ২ জন মেডিকেল এসিস্টেন্ট, ১জন স্বাস্থ্য সহকারি ও ২ জন পরিছন্ন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ডাঃ রশিদ আরো বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্টির করোনা সংক্রমন রোধে উপজেলার বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো হয়েছে। সেই সাথে ঠান্ডা-জ্বরে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে সংক্রমণ রোধে (১জুলাই) থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন ঘোষনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জন প্রশাসন মন্ত্রনালয়। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থান নেয় প্রশাসন সহ সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা। পৌর শহরের মেইন বাজার সহ উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে মাইকিং করে সচেতনতা ছাড়াও মহড়া দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। সচেতনতার পাশাপাশি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নিচ্ছেন ব্যবস্থা, করছেন জরিমানা। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রশাসনের নজরদারী থাকলেও অনেকে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন। এদিকে করোনার এই মহামারির মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে

উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনের সচেতনতামূলক কোন কর্মসূচীই যেন পৌঁছাচ্ছে না এই সব মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অবাধে ব্যবসা চালিযে যাচ্ছেন। এমনকি মাস্ক ব্যবহারে রয়েছে অনিহা। দেখে বুঝার উপাই নেই মহামারী করোনার থাবা পড়েছে এই দেশে। এদের অনেকে আবার প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অনেক সময় গুনতে হচ্ছে জরিমানা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আছাদুজ্জামান রিপন জানান, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে জরিমানা। তিনি বলেন, করোনা সংক্রমন রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি আমাদের সকলকে আরো সচেতন হতে হবে।

মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু করোনা রোগীদের উপহার দিলেন অক্সিজেন সিলিন্ডার

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে করোনা রোগীর উপচে পড়া ভীড় আর সেই সাথে অক্সিজেন সংকটে পড়া করোনা রোগীর স্বজনদের আর্তনাদ যখন বিভীষিকাময় অবস্থায় তখন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটের দায়িত্বরত ঝিনাইদহের ফ্লোরেন্স নাইটেংঙ্গেল নামে পরিচিত ডা জাকির তার ফেসবুক প্রোফাইলে ঝিনাইদহের সুধিজনদের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার চেয়ে একটি করুণ পোস্ট দেন সেটি নজরে আসে মানবতার ফেরিওয়ালা ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুর এবং তাৎক্ষনিকভাবে মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু ২৫ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবস্থা করেন। বুধবার সকাল ১১টার দিকে সদর হাসপাতালে উপস্থিত হন তার পৌর সেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে নিয়ে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তা হস্তান্তর করেন।

ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ও পাগলা কানাই ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৪নং ঘোড়শাল ইউনিয়নে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। অনুষ্ঠানে ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিল্টন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমান, ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ কর্মকর্তা নিউটন বাইন, ইউপি সচিব প্রতাপ বিশ্বাস, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক রনজিৎ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, আপনারা সকলে ঘরে থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় আপনাদের পাশে ছিলো, আছে, ইনশাআল্লাহ আগামীতে থাকবে। অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ৫শত পরিবারের মাঝে ৫শত টাকা করে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ৫টি পরিবারের মাঝে ৫হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়।

অপর দিকে সদর উপজেলার ৮নং পাগলা কানাই ইউনিয়নে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ উপহার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে পাগলা কানাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ কে এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউপি সচিব বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস, প্যানেল চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীন, ইউপি সদস্য আসাদুজ্জামান সুজন সহ সকল

ইউপি সদস্যবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়নের ৫শত পরিবারের মাঝে, ৫শত টাকা করে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

করোনাকালে মানবিকতার প্রতিচ্ছবি ঝিনাইদহের পুলিশ

তখন গভীর রাত। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। জনমানব ও যানবাহনহীন রাস্তা। বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্ত্রী। প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট নিয়ে জীবন প্রদ্বীপ প্রায় যায় যায় অবস্থা। মুমুর্ষ স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। স্ত্রীর বাঁচার এই আকুতি দেথে আরো অসহায়ত্ব বোধ করেন স্বামী।

এই অবস্থায় স্বামী ফোন করলেন পুলিশকে। এই মধ্যরাতে পুলিশের টহল গাড়ি এসে স্ত্রীকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করালেন। গল্পটি সিনেমা বা নাটকের নয়। গত সোমবার মধ্যরাতে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক সমকালের জেলা প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান টিপুর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান পুলিশের টহল গাড়ি পাঠিয়ে সহায়তা করেন বলে তিনি নিজেই তার ফেসবুকে উল্লেখ করেন।

করোনাকালে এমন মানবিক কর্মকান্ড ঝিনাইদহ পুলিশ বিভাগ বহু নজীর স্থাপন করে চলেছে। সম্প্রতি ঝিনাইদহ সদর থানার এএসআই আনোয়ার হোসেন নাইট ডিউটি করার অবস্থায় দেখেন আফরোজা খাতুন নামে এক গর্ভবতী নারীকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তার পরিবার। প্রসব বেদনায় কাতিরাচ্ছেন আফরোজা। কোন সাহায্য পাচ্ছেন না। তখন রাত দুইটা।

এএসআই আনোয়ার হোসেন এগিয়ে আসেন। ঝিনাইদহ আরাপপুর রাবেয়া হাসপাতালের মালিককে ফোন করে রাতেই টহল গাড়িতে উঠিয়ে সিজারের ব্যবস্থা করেন। তথ্য নিয়ে জানা গেছে করোনা ভাইরাস শুরুর পর থেকে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ নানামুখী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত অপরাধ দমন ও মাদক বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি মানবিক কাজে অংশ নিচ্ছেন।

পুলিশ সুপার মুনতাছিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মকর্তাগন এই মানবিক কাজে অংশ নিচ্ছেন। ত্রান বিতরণ, করোনা মোকাবেলা ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে পুলিশ সদস্যরা নিজেরাই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। তুবও তারা জনকল্যানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে পিছপা নয়। গতবছর বছর থেকে এপর্যন্ত ঝিনাইদহের বেশ কয়েকজন পুলিশ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

সর্বশেষ কালীগঞ্জ উপজেলার তত্বিপুর পুলিশ ক্যাম্পের কনস্টেবল মো: মশিউর রহমান করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এছাড়া বর্তমান ২০ জন পুলিশ করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে জানা গেছে। এদিকে পুলিশের এই মানবিক কর্মকান্ড মানুষের মাঝে গভীর রেখাপাত করেছে। মানুষ এখন ভাবতে শুরু করেছে “জন্মে পুলিশ মরণে পুলিশ”।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, করোনা কালীন পরিস্থিতিতে পুলিশের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে। লকডাউনে মানুষকে ঘরে রাখার পাশাপাশি সচেতনতা, সুরক্ষা, মানবিক তৎপরতা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রন করতে হচ্ছে। এতে ২৪ ঘন্টা পুলিশ বাহিনীকে কাজ করতে হচ্ছে।

ঝিনাইদহে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৩০ জন আক্রান্ত

ঝিনাইদহে করোনার ভয়াল থাবা শুরু হয়েছে। জেলায় প্রতিদিন বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৯১ নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে ২৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাবে ৫৯১ নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে ২৩০ জনের শরীরে করোনা পজেটিভ এসেছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ৯৯, শৈলকুপায় ২৭, হরিণাকুণ্ডুতে ১৮, কালীগঞ্জে ৪৫, কোটচাঁদপুরে ২১ ও মহেশপুরে ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলায়

১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫ হাজার ২০ জনে, সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৮৫, মৃত্যু হয়েছে ১০৮ জন। জেলায় মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৯ হাজার ২’শ ১ জনের, মোট ফলাফলের সংখ্যা ১৮ হাজার ৩’শ ৭৩, মোট নেগেটিভ ফলাফল ১৩ হাজার ৩’শ ৫১।